# আজো তোমায় খুঁজি

(কবি জীবনানন্দ দাশকে উৎসর্গীকৃত)

▣ নির্ঝর পাল

ঋতুচক্রে তখন ফাল্গুন মাস।
মধুঋতুর আবাহনে প্রকৃতি তখন উত্তাল।
জীবলোকের এই মধু আনন্দের ক্ষণে তোমার
জৈবিক পদচারণা শুরু,
তাই তুমি-ই হয়ে উঠলে জীবনানন্দ।

প্রকৃতির প্রতিটি বৃক্ষলতা, বাংলার নদনদী
তোমার দৃষ্টির স্নিগ্ধ আনন্দে হলো মায়াময়।
হৃদয়-সমুদ্রের অতল-গভীরে নিমজ্জমান তুমি
সাদা বকের পাখায় লাগালে কাকাতুয়া রোদ।
আবার হাজারো বছরের পথ হাঁটার পরেও তুমি
আজো অক্লান্ত।
'শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয়'-এর প্রত্যাশী ছিলে তুমি।
কিন্তু হায় কবি ! তুমি কী চেয়েছিলে এই ছবি।
তোমার 'রূপসী বাংলা' আজ মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিংয়ের প্রকোপে
তার রূপ হারিয়েছে। 'সাতটি তারার তিমির' আজ এক অদ্ভুত
আঁধারে বিলীন। 'সুচেতনা' আজ সত্যিই এক দূরতর দ্বীপে
নির্বাসিতা। আজ এই ফাল্গুনের গভীর আঁধারে লাশকাটা
ঘরে শুয়ে আর কোনোদিনো না জাগার জন্য সে চির নিদ্রিতা।
রূপসার ঘোলাজলে ডিঙা বাওয়া কিশোর আজো তার
স্বপ্নতরী বেয়ে যায় কোনো এক অজানার উদ্দেশ্যে।
যে কিশোরী মুথাঘাস মাড়িয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে
যেত আগামীতে, আজ সে সমাজের নীল বিষে নিওন
আলোর নীচে আলোর অভিসারিকা।
'অর্ধনারীশ্বর' রূপে তুমি 'রূপসী বাংলা'র হৃদয়-গভীরে
আছো কি না জানি না, কিন্তু অর্ধনারীশ্বরেরা আজো
বাসে ট্রেনে রাস্তায় করুণা ভিক্ষা করে।

কবি, একদিন তো তুমিই জানিয়েছিলে ভালোবাসার রং গোলাপের রক্তের মতো লাল। তাই আমরা ভালোবাসার দিনে রক্তহোলীতে মাতি। ফলে এই মহাপৃথিবীর' বুকে এক 'বিপন্ন বিস্ময়' 'আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে।'

আজ যখন জীবন পথের বেলা পেরিয়ে অবেলা এবং কালবেলার মাঝে আমরা দিকশুন্যপুরের পথিক, তখন হে জীবন পথিক জীবনানন্দ ফিরে এসো– ফিরিয়ে দাও শুধু একবার ফিরে এসো। শুধু একবার এই ঘুণধরা সমাজের শীর্ষে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলো :-

"এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা সত্য,
তবু শেষ সত্য নয়,
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই
অনন্ত সূর্যোদয়।"